গাংনীতে গণছিনতাই ও পৃথক মামলায় গ্রেফতার-৮

মেহেরপুরের গাংনী-ধানখোলা সড়কে গণছিনতাইয়ের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় সন্দেহভাজন ৫ জন এবং অপর একটি ছিনতাই মামলায় যৌথবাহিনীর অভিযানে আরও ৩ জনসহ মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে এবং গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে এই আটজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—গাংনী উপজেলার মাঠপাড়া এলাকার কামরুজ্জামান শিহাব, সাকিব হোসেন, মুরছালিন, সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মিকাইল হোসেন এবং জাহিদ হোসেন। অপরদিকে গাংনীর তেরাইল গ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার হন রুবেল হোসেন, ফিরোজ হোসেন এবং সোহাগ হোসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, গ্রেফতারকৃতরা সকলেই গাংনী-ধানখোলা সড়কের গণছিনতাই এবং পৃথক আরেকটি ছিনতাই মামলার সন্দেহভাজন আসামি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার সময় গাংনী-ধানখোলা রাস্তায় গণছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে

গাঁজার গাছসহ আটক ১

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় গাঁজার গাছসহ বুলবুল আহমেদ (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। তিনি মৃত মোনাজাত আলীর ছেলে।

বুধবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে থানার তদন্ত কর্মকর্তা জাকির হোসেন, এসআই মেজবাউল হকসহ সঙ্গীয় ফোর্স বুলবুলের বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে বাড়ির পেছনে টয়লেটের পাশ থেকে ৩টি গাঁজার গাছ উদ্ধার করা হয়।

প্রতিটি গাঁজার গাছের উচ্চতা ছিল প্রায় ১১ ফুট এবং মোট ওজন (কাঁচা) প্রায় ১৮ কেজি। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা অভিযান পরিচালনা করি এবং বুলবুলকে আটক করি। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী গাঁজার গাছগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনী-ধানখোলা সড়কে ককটেল ফাটিয়ে আবারও গণডাকাতি

এক মাসের ব্যবধানে গাংনী থানা থেকে মাত্র তিনশ গজ দূরে তিনটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে আবারও গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন পথচারীর কাছ থেকে নগদ টাকা, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য মালামাল লুট করেছে ডাকাতদল।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক পৌনে নয়টার দিকে গাংনী-ধানখোলা সড়কের বিল্লাল নার্সারির কাছে হারেজ মোড়ে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

এ সময় ডাকাতদের কাছে হাতবোমা ও দেশীয় তৈরি ধারালো অস্ত্র ছিল বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

প্রায় ২০ জন পথচারীর কাছ থেকে আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা লুট করেছে ডাকাতদল।

ভুক্তভোগী ইয়াসির আরাফাত আলীর কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা, আব্দুল হালিমের কাছ থেকে ৬০০ টাকা, শাহজামাল আলীর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা, রেজিয়া খাতুনের কাছ থেকে ৭০০ টাকা, মিন্টু হোসেনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা, মহব্বত আলীর কাছ থেকে ২২শ টাকা, মিন্টু আলীর কাছ থেকে পৌনে ১০ হাজার টাকা, কুরসিয়া খাতুনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকেও অর্থ ও সামগ্রী লুট করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের বাড়ি গাংনী উপজেলার ধানখোলা, মহিষাখোলা ও আড়পাড়া এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানান, ৭-৮ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ রাস্তা অবরোধ করে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তারা পথচলতি অন্তত ২০-২৫ জনের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। ডাকাতরা প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, “এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ডাকাতি। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

এদিকে, এমন ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাতের বেলা চলাচলকারী সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দ্রুত পুলিশি টহল জোরদার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকাবাসী জোর দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস পূর্বেও একই স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এরপর পুড়াপাড়া-জুগিন্দা রাস্তাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে।

এভাবে একের পর এক ডাকাতির ঘটনায় জনমনে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাংনী থানা পুলিশের ডিএসবি (বিশেষ শাখা) শাখার অধিকাংশ সহকারী উপপরিদর্শক ও কনস্টেবলরা তাদের মূল দায়িত্ব ফেলে পলাতক আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে দেন-দরবার ও আওয়ামী লীগের দোসরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে সময় কাটান। দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানে দায়িত্ব পালন করছেন ডিএসবি শাখায় কর্মরত এই কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা।

বিষয়টি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার ও জেলা বিশেষ শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী।

গাংনীতে মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে একটি মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে নগদ টাকা ও বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কাজীপুর গোলাম বাজারের সোহেল রানার মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে।

সোহেল রানা জানান, মিষ্টির দোকানে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিলো। ধারণা করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডারটি পুরানো হয়ে যাওয়ায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের পর আগুনের লেলিহান শিখায় পুরো দোকানটি পুড়ে গেছে। দোকানে থাকা নগদ টাকা ও খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এদিকে টাকা পয়সাসহ দোকানের অন্যান্য মালামাল পুড়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে দোকান মালিক সোহেল রানাা।

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম মাঠে সামাজিক সংগঠন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক (এসডিডব্লিউ)-এর আয়োজনে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সংগঠনের সভাপতি এম এ বারী ফারুকের সভাপতিত্বে এবং আব্দুস সাত্তার মুক্তার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, এসডিডব্লিউ-এর সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, সদস্য তুহিন, মীর আব্দুল আলিম বকুলসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। শিশুদের জন্য ৫০ মিটার দৌড়, মোরগ লড়াই, বিস্কুট দৌড়ের মতো প্রতিযোগিতার পাশাপাশি রিকশা-ভ্যানচালক ও শ্রমিকদের ১০০ মিটার দৌড়, বয়স্কদের হাড়িভাঙ্গা খেলা, সবার জন্য উন্মুক্ত কলা গাছে ওঠা, যেমন খুশি তেমন সাজো এবং প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন ছিল।

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে

মেহেরপুরে বিএনপি’র বিজয় র্যালি

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। র্যালির নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, আপনারা সবাই বিশ্বাস করেন, এই দেশের ১৮ কোটি মানুষ বিশ্বাস করে আমাদের প্রিয় নেতা, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কবে দেশে ফিরবেন, সেই প্রতীক্ষায় সারা বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে। আমরা আজকের এই ঐতিহাসিক দিনকে ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’ দিবস বলি। সেই কারণেই আজকের এই বিজয়ের উচ্ছ্বাস, এই আনন্দ। এই আনন্দে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, আগামী দিনে আরও দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষ নিয়ে আপনারা উপস্থিত হবেন ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, যারা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ছিলেন, তাঁরাও যেন আগামীতে আরও উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। যেভাবে, যতটা সম্ভব, সকলে অংশ নেবেন এই প্রত্যাশায় আজকের এই পথসভা ও বিজয় র্যালির সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

র্যালিতে অংশ নেন জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হ্যাপি, ইলিয়াস হোসেন, আনছারুল হক, ওমর ফারুক লিটন, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, মীর ফারুক হোসেনসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী। এছাড়াও বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত বিএনপি’র নেতাকর্মীদের উপস্থিতি র্যালিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বিজয় র্যালিকে ঘিরে পুরো শহরে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় চারপাশ। নেতাকর্মীদের হাতে ছিল ব্যানার-ফেস্টুন, আর ঢাক-ঢোলের তালে তালে এগিয়ে যায় বিজয়ের মিছিল।

মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপি’র বিজয় মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

৫ই আগষ্ট ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুথানের বর্ষপূর্তী উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে বিশাল বিজয় মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি।

৫ই আগষ্ট ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুথানের বর্ষপূর্তী উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কার্যলয় থেকে জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র নব-নির্বাচিত সভাপতি আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে বিশাল বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ্যযন্ত্রের তালে নেচে গেয়ে শ্লোগানে শ্লোগানে ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক বিজয় উদযাপন করে উপজেলা বিএনপি’র নেতাকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ। এ সময় আশে পাশের নারী পুরুষ সহ সাধারণ মানুষ রাস্তার পাশে ভিড় করে এই বিজয় মিছিল দেখতে। এ সময় তাদের চোখে মুখে ছিল আনন্দ ও তৃপ্তির হাঁসি ।

বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হাজী মশিউর রহমান। উপজেলা বিএনপি’র নব-নির্বাচিত সাংগঠনিক হারুন-অর-রশিদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম, মোনাখালি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রাইহান কবির, সাধারণ সম্পাদক আনিছুজ্জান টুটুল দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আশরাফুল হক কালু, সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইন। উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সালাউদ্দিন প্রিন্স, মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফাইম আহনাফ লিংকন সহ মুজিবনগর উপজেলার প্রত্যেক ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড বিএনপি, যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলের অসংখ্য নেতাকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ।

বিজয় মিছিলে আগে উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয় প্রাঙ্গনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র নব-নির্বাচিত সভাপতি আমিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি আপনাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আছে। আপনাদের বলতে চাই আগামী দিনে আরো পরীক্ষা আছে, আরো ষড়যন্ত্র আছে, সব ষড়যন্ত্র পরীক্ষা মোকাবেলা করে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

তিনি আরো বলেন, আমরা ইদানিং দেখছি যারা আমাদের কমিটিকে কোনদিন মানতে পারেনি যারা বলেছে আজ কমিটি ভাঙবো ঈদের পরে কমিটি ভাঙবো, কুরবানী ঈদের পরে কমিটি ভাঙবো। আমরা বলেছিলাম কেয়ামত পর্যন্ত এই কমিটি ভাঙার কোন সুযোগ নেই। আমরা বলছি এখনো সময় আছে আসেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিএনপি করি, তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি করি, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি করি। শহীদ জিয়ার আদর্শে আদর্শিত হয়ে সবাই একসাথে দল করি। সবার আগে বাংলাদেশ। আগামী নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী না করা পর্যন্ত এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল ও সমাবেশ

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ৩৬শে জুলাই উপলক্ষে গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টায় জেলা মডেল মসজিদের সামনে থেকে গণমিছিলটি শুরু হয় এবং মেহেরপুরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

গণমিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান। এসময় তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আজকের এই দিনে ফ্যাসিস্ট সরকারের গুন্ডা বাহিনী ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে শত শত ছাত্র ও জনতা নিহত ও আহত হয়। স্বৈরাচার সরকারের পতন

হয়েছে এক বছর আগে, কিন্তু তাদের দোসররা এখনো ঘাপটি মেরে বসে আছে। যেকোনো সময় তারা আবার মাথাচাড়া দিতে পারে। দল-মত নির্বিশেষে এই ঘাপটি মারা দোসরদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে না হলে শহীদদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে।

এসময় জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি মাহমুদ আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর মাওলানা খানজাহান আলী, মেহেরপুর পৌর আমীর সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোহাম্মদ জাব্বারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি সাইদুর রহমান মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি কামরুজ্জামান (নাহিদ) উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা বলেন, হত্যাকারীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে এবং ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই গণমিছিলে জামায়াতে ইসলামীর হাজার হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বিএনপি’র গণমিছিল ও সমাবেশ

জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া এবং জনতার বিজয়কে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমিছিল ও সমাবেশ করেছে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

মঙ্গলবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজার থেকে একটি মিছিল বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মোনাখালী বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য

মাসুদ অরুণ।
এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা যুবদলের সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সুজন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসানসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে দারিয়াপুর বাজারে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, “দেশে ষড়যন্ত্র চলছে, আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন জনগণের সঙ্গে থাকুন, জনগণকে সঙ্গে রাখুন। সবার আগে বাংলাদেশ। আগামী নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী না করা পর্যন্ত এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।”

মেহেরপুরে জুলাই যোদ্ধাদের সম্মিলন,সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুরে জুলাই আহতদের পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সম্মিলন, আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) দুপুরে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনের স্মৃতিবাহী ১১ জন বীর যোদ্ধাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের

ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই দিবসটি কেবল স্মরণ নয়, বরং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতেও অনুপ্রেরণা যোগায়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সিভিল) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হামিদুর রহমান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন সরকার, জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রূহুল আমিন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শামসুল আলম, টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মো. শামীম হোসেন জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আরিফ আহমেদ, সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান
জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুম মুনীর, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খান, জেলা বিএনপির সদস্য রোমানা আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন খন্দকার মুইজউদ্দিন, হাসনাত জামান, ইব্রাহিম হোসেন, মুজাহিদুল ইসলাম, ইমতিয়াজ আহমেদ, আশিক রাব্বি প্রমুখ।